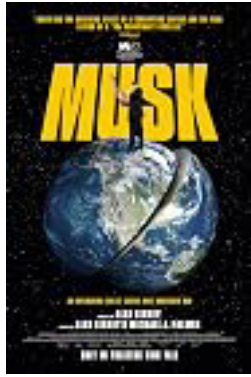




Applied for e-ISSN vide application no. 76157, Dated 22/08/2026, UDYAM-WB-011-0097957
প্রথম বর্ষ, চতুর্থ মাস, দশম সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, আশ্বিন ২৪, ইংরেজি ২০২৬, অক্টোবর ১২



বাংলাদেশ সীমান্তে জালে সোনা পাচার চক্র

মালদা: বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে ভারতে সোনা পাচারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৭.৮ কেজি বিদেশি সোনা বাজেয়াপ্ত করল রাজশ্ব গোয়েন্দা দফতর (ডিআরআই)। ৮ ও ৯ অক্টোবর পূর্ব ভারতে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত অভিযানে বাজেয়াপ্ত সোনার আনুমানিক বাজারমূল্য ১১.৫০ কোটি টাকারও বেশি। এই ঘটনায় ছ’জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একই সময়ে পৃথক এক অভিযানে দিল্লি থেকে বেঙ্গালুরুগামী ট্রেনের এক যাত্রীর কাছ থেকে ৫.৭৫৩ কেজি স্ফটিকাকার সন্দেহভাজন মাদক উদ্ধার করেছে ডিআরআইয়ের ম্যাসালুরু আঞ্চলিক ইউনিট।

সোনা পাচারের ঘটনায় ডিআরআই আধিকারিকরা ডানকুনি টোল প্লাজায় একটি চারচাকার গাড়ি আটক করেন। বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে বনপুর থেকে কলকাতার দিকে আসছিল গাড়িটি। তল্লাশি চালিয়ে গাড়িতে থাকা চার ব্যক্তির কাছ থেকে ৫০টি সোনার বার উদ্ধার করা হয়। সেগুলির মোট ওজন প্রায় ৬.৮ কেজি এবং আনুমানিক মূল্য ১০ কোটি টাকা। কয়েকটি সোনার বাটে বিদেশি চিহ্ন ছিল। সোনার বৈধ মালিকানা প্রমাণের মতো কোনও নথি দেখাতে পারেননি গাড়ির আরোহীরা। ডিআরআইয়ের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতেরা বাংলাদেশ হয়ে ভারতে বিদেশি সোনা পাচারের সঙ্গে যুক্ত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। বনপুর সীমান্ত এলাকায় সক্রিয়

পাচারচক্রের মূল পরিচালনাকারীও ধৃত চারজনের মধ্যে রয়েছেন বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

একই দিনে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ টাউন ও নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে পৃথক অভিযান চালায় ডিআরআই। ট্রেনযাত্রীদের কাছ থেকে প্রায় এক কেজি বিদেশি সোনা উদ্ধার করা হয়, যার আনুমানিক মূল্য দেড় কোটি টাকা। উদ্ধার হওয়া সোনার মধ্যে চুড়ি ও সোনার বার ছিল। বৈধভাবে সোনা সংগ্রহের প্রমাণ দিতে না পারায় দুই যাত্রীকে গ্রেফতার করা হয়। তদন্তকারীদের প্রাথমিক ধারণা, এই সোনাও ত্রিপুরায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে পাচার করা হয়েছিল।

ডিআরআইয়ের এই অভিযানগুলিতে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে সড়ক ও রেলপথ ব্যবহার করে কলকাতার মতো বড় বাজারে পাচার করা সোনা পৌঁছে দেওয়ার চক্রের কার্যপদ্ধতি সামনে এসেছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে কলকাতার সংযোগকারী পরিবহণপথগুলিকে কাজে লাগিয়ে এই পাচার চালানো হচ্ছিল বলে তদন্তে ইঙ্গিত পাচ্ছে। সংগঠিত পাচারচক্র ভেঙে দিতে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান ও সমন্বিত পদক্ষেপ অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে ডিআরআই।

অন্যদিকে, ৮ ও ৯ অক্টোবরের পৃথক অভিযানে দিল্লি থেকে বেঙ্গালুরুগামী ট্রেনে এক ভারতীয়

দ্বিতীয় পাতায়

যুব সঙ্গমের ৭ম পর্ব

কলকাতা: দেশের বিভিন্ন রাজ্যের যুবসমাজের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান ও জাতীয় সংহতি জোরদার করার লক্ষ্যে আয়োজিত ‘যুব সঙ্গম’-এর সপ্তম পর্বে পশ্চিমবঙ্গ সফর করেছে উত্তরাখণ্ডের একটি প্রতিনিধি দল। গত ৮ অক্টোবর কলকাতায় রাজ্যপাল আর এন রবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন প্রতিনিধি দলের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা। আলোচনায় শিক্ষার প্রসার, সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তের তরুণদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির গুরুত্ব উঠে আসে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের উচ্চশিক্ষা বিভাগ ‘এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত’ কর্মসূচির অধীনে যুব সঙ্গমের সপ্তম পর্ব বাস্তবায়ন করেছে। এই কর্মসূচিতে দেশের ২০টি জোড়া রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাচ্ছেন। দেশের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ধারণাকে আরও সুদৃঢ় করাই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য। হেমবতী নন্দন বহুগুণা গাড়ওয়াল বিশ্ববিদ্যালয় এই সফরে উত্তরাখণ্ডের প্রতিনিধি দলের নোডাল প্রতিষ্ঠান। গত ৭ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছিনোর পর

দলটিকে স্বাগত জানানো হয়। সফরের আয়োজক প্রতিষ্ঠান খড়গপুর আইআইটি। এই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় প্রতিনিধি দলের সদস্যরা পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য, স্থানীয় জীবনধারা এবং শিক্ষাক্ষেত্রের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন। রাজ্যপাল আর এন রবির সঙ্গে ৮ অক্টোবরের



আলোচনায় ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয় ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানার সুযোগ পান। বিভিন্ন রাজ্যের তরুণদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও এই ধরনের বিনিময় গুরুত্বপূর্ণ বলে কর্মসূচির আয়োজকদের বক্তব্য। সফরের সাংস্কৃতিক

পর্বে ৯ অক্টোবর কলকাতার প্রিন্সেপ ঘাট এবং সুন্দরবন পরিদর্শন করেন উত্তরাখণ্ডের প্রতিনিধিরা। হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত প্রিন্সেপ ঘাট কলকাতার অন্যতম পরিচিত ঐতিহাসিক স্থান। সেখানকার স্থাপত্য, নদীতীরের পরিবেশ এবং শহরের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হন তাঁরা। সুন্দরবন সফরের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগও পান প্রতিনিধি দলের সদস্যরা।

যুব সঙ্গমের এই পর্বে বিভিন্ন রাজ্যের তরুণদের একে অপরের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানার পাশাপাশি নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আয়োজকদের মতে, এ ধরনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ভৌগোলিক দূরত্ব অতিক্রম করে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বোঝাপড়া এবং বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ‘এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত’-এর মূল ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যুব সঙ্গম দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের যুবসমাজকে একটি বৃহত্তর জাতীয় পরিসরে যুক্ত করার উদ্যোগ। সাংস্কৃতিক পরিচিতি, শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা এবং পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে দেশের বৈচিত্র্য সম্পর্কে তরুণদের উপলব্ধি বাড়ানোই এই কর্মসূচির লক্ষ্য।

সৌদি বন্দর ব্যবহারে না হামলার মধ্যেও রিয়াধে হচ্ছে আন্তর্জাতিক জ্বালানি সম্মেলন

রিয়াদ: সৌদি আরবের রিয়াধের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হামলায় ১২ জনের মৃত্যুর এবং ৩০০-র বেশি মানুষের আহত হওয়ার ঘটনার পর সৌদি বিমানবন্দর ও আকাশসীমা ব্যবহার না করার জন্য বিমান সংস্থা, যাত্রী এবং বিমানবন্দরের কর্মীদের সতর্ক করল ইয়েমেনের হুথি গোষ্ঠী। শনিবারের ওই হামলা গত এক দশকেরও বেশি সময়ে সৌদি আরবে সবচেয়ে প্রাণঘাতী বিমানবন্দর-সংক্রান্ত হামলা বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এর জেরে ইরান-সমর্থিত হুথি এবং সৌদি-সমর্থিত ইয়েমেন সরকারের বাহিনীর মধ্যে সংঘাত আরও তীব্র হয়েছে।

রবিবার সামাজিক মাধ্যম ‘এক্স’-এ প্রকাশিত বিবৃতিতে হুথিরা জানায়, মক্কা ও মদিনার বিমানবন্দর বাদে সৌদি আরবের অন্য বিমানবন্দর এবং আকাশসীমা ব্যবহার করা থেকে সকলকে বিরত থাকতে হবে। তাদের দাবি, এই বিমানবন্দরগুলি হামলার ঝুঁকিতে রয়েছে এবং তাদের বাহিনীর সামরিক অভিযানের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। হুথিরা সতর্কবার্তাকে গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেছে, হামলা প্রতিহত করার চেষ্টা ব্যর্থ হলে তার দায় সৌদি আরবের উপর বর্তাবে।

গত মাসে লেহিত সাগরের উপকূলে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু এলাকা দখল করে হুথিরা। এর পর ইয়েমেন সরকারের বাহিনী পাল্টা অভিযান শুরু করে এবং সৌদি আরব সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে সামরিক তৎপরতা বাড়িয়েছে। হুথিদের লক্ষ্য করে সৌদি হামলা আরও জোরদার হয়েছে।

শনিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও জানিয়েছেন, সংঘাতে হুথিদের বিরুদ্ধে সৌদি হামলায় যুক্তরাষ্ট্র অংশ নেবে কি না, তা বিবেচনা করা হচ্ছে। ইরানের বিরুদ্ধে ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের শুরু করা বৃহত্তর যুদ্ধের প্রভাবও এই সংঘাতে পড়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট জানিয়েছে, শনিবার পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে দাম্মামের কিং ফাহদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছেও একটি

ক্ষেপণাস্ত্র বা অন্য কোনও প্রক্ষেপণাস্ত্র এসে পড়েছিল। রবিবার ওই অঞ্চলে একটি ড্রোন প্রতিহত করার কথাও জানিয়েছে জোট। রিয়াধের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হামলার পর সাময়িকভাবে বিমান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। সৌদি আরবের অসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ক্ষয়ক্ষতি ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি মূল্যায়নের পর বিমানবন্দরের কার্যক্রম পুনরায় চালুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে কবে পরিষেবা স্বাভাবিক হবে, তা জানানো হয়নি।

এই পরিস্থিতিতেও রিয়াধে নির্ধারিত আন্তর্জাতিক জ্বালানি সম্মেলন আয়োজনের প্রস্তুতি অব্যাহত রয়েছে। সৌদি জ্বালানি মন্ত্রক জানিয়েছে, পাঁচ দিনব্যাপী ওয়ার্ল্ড পেট্রোলিয়াম কংগ্রেস এনার্জি সম্মেলন রবিবার থেকেই চলবে। বিমানবন্দর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরের একটি সম্মেলন কেন্দ্রে এই আয়োজন হওয়ার কথা।

সৌদি রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের খবর অনুযায়ী, ৭০ জনেরও বেশি মন্ত্রী, ৩০০ জন সংস্থার শীর্ষকর্তা এবং ২৫টির বেশি আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংগঠনের প্রতিনিধিরা সম্মেলনে যোগ দেওয়ার কথা নিশ্চিত করেছেন। তবে তাঁরা সরাসরি উপস্থিত থাকবেন, নাকি ভার্চুয়াল মাধ্যমে অংশ নেবেন, তা স্পষ্ট নয়। আন্তর্জাতিক জ্বালানি ফোরামের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকও রবিবার হওয়ার কথা রয়েছে। সংবাদমাধ্যমের জন্য জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বৈঠকের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য অবশ্য তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি।

নিরাপত্তা পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছে শিক্ষা ব্যবস্থাতেও। সৌদি কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের জানিয়েছে, রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং প্রশাসনিক কর্মীদের সশস্ত্ররে উপস্থিতি বন্ধ থাকবে। তার পরিবর্তে অনলাইন মাধ্যমে পঠনপাঠন চলবে।

সৌদি কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শনিবারের হামলায় নিহত ১২ জনের

মধ্যে চারজন সৌদি নাগরিক এবং দু’জন বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন। নিহতদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, জর্ডন, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, সুদান ও মিশরের নাগরিকও রয়েছেন। এক সপ্তাহের মধ্যে রিয়াধের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এটি ছিল তৃতীয় হামলা। এর আগের দুটি হামলায় চারজনের মৃত্যু হয়েছিল এবং বিমানবন্দরের রানওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা সৌদি বাণিজ্যিক বিমানটির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল।

ক্রমবর্ধমান হামলা এবং পাল্টা সামরিক অভিযানের ফলে সৌদি আরবের বিমান পরিবহণ ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে। বিশেষত আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল এবং রিয়াধে নির্ধারিত গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সম্মেলনের কার্যক্রম কতটা স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হবে, তা এখন পরিস্থিতির উপর নির্ভর করছে।

বিমানবন্দরে গত কয়েক দিনে বারবার হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানাল ভারত। গত ১০ অক্টোবরের হামলাতেও প্রাণহানি, আহত হওয়ার ঘটনা এবং সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছে নয়াদিল্লি।

বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অসামরিক নাগরিক ও অসামরিক পরিকাঠামোর উপর বারবার হামলা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। এই ধরনের আক্রমণ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। বিমানবন্দরের মতো গুরুত্বপূর্ণ অসামরিক পরিকাঠামোয় হামলা আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক জনজীবনের উপর গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে বলে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করেছে মন্ত্রক।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, সৌদি আরবের সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে দেশটির সরকার ও জনগণের পাশে রয়েছে ভারত। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে যত দ্রুত সম্ভব শান্তি ও স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরে আসবে বলেও আশা প্রকাশ করেছে নয়াদিল্লি। সমস্যার সমাধানে পাশে থাকার আহ্বাস দিয়েছে।

বিকশিত ভারত গঠনে যুবসমাজেই আস্থা মোদীর

চেন্নাই: ভারতের ভবিষ্যৎ গঠনে যুবসমাজের উদ্ভাবনী চিন্তা, নতুন ধারণা ও দক্ষতার উপর আস্থা প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ে জয়গোপাল গারোদিয়া হিন্দু বিদ্যালয় ম্যাট্রিকুলেশন হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি বলেন, বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে তরুণ প্রজন্মই চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে পারে। তাঁদের উদ্ভাবনী ভাবনা ও সমাধান ভারতের পাশাপাশি বিশ্বের ভবিষ্যৎকেও প্রভাবিত করবে।

নবরাত্রির প্রথম দিনে শিব ও শক্তির পবিত্র ভূমিতে এসে তরুণদের উদ্যম ও উৎসাহ প্রত্যক্ষ করতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, তাঁদের চোখের মধ্যেই তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন। দেশের সামনে বর্তমানে যে বিপুল সম্ভাবনা ও সুযোগ রয়েছে, তার সদ্যবহার করে তরুণদের বড় স্বপ্ন দেখার আহ্বান জানান তিনি।

বিদ্যালয়ের পঞ্চাশ বছরের যাত্রার কথা স্মরণ করে মোদী জানান, ১৯৭৫ সালে চেন্নাইয়ের পশ্চিম মাঞ্চালমে মাত্র সাত জন পড়ুয়া ও সীমিত পরিকাঠামো নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়েছিল। স্থায়ী ভবন ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধার অভাব সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠাতাদের নিষ্ঠা এবং সেবার মানসিকতা প্রতিষ্ঠানটিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বর্তমানে তামিলনাড়ুর বিভিন্ন প্রান্তে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১৫টি কেন্দ্র রয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা জয়গোপাল গারোদিয়ার অবদান স্মরণ করার পাশাপাশি শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, অভিভাবক ও প্রাক্তনীদেও অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী।

শিক্ষার সঙ্গে দেশপ্রেম ও সামাজিক দায়িত্ববোধের সংযোগের প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি গিরিজা আম্মার উদ্যোগের উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রীর ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে আলোচিত এই উদ্যোগে শিশুদের প্রতিদিন এক টাকা করে দেশের সেনাদের জন্য সঞ্চয় করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল। হাজার হাজার শিশুর অংশগ্রহণে মোট ৪০ লক্ষ টাকা সংগ্রহের ঘটনাকে সম্মিলিত উদ্যোগের

উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন তিনি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য এবং পরিচ্ছন্নতা অভিযানে বিদ্যালয় পরিবারের অংশগ্রহণের কথাও বলেন মোদী।

ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তামিল সাধক ও কবি তিরুবল্লুভরের শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতার কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। সম্প্রতি রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ব্লাদিমির পুতিনকে ‘তিরুবল্লুর’-এর রুশ অনুবাদ উপহার দেওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই গ্রন্থ সারা জীবন নতুন কিছু শেখার অনুপ্রেরণা জোগায়। শেখা বিষয়কে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার গুরুত্বও তিরুবল্লুভরের বাণীতে রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মহাকবি সুব্রহ্মণ্য ভারতীর জীবন ও চিন্তাধারা থেকেও ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রেরণা নেওয়ার আহ্বান জানান মোদী। কাশীর আধ্যাত্মিক ও জাতীয় চেতনা ভারতীর ভাবনায় গভীর প্রভাব ফেলেছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন। ভারতীর ‘আচমিল্লাই, আচমিল্লাই’—অর্থাৎ ভয় নেই, ভয় নেই—মন্ত্র অনুসরণ করে নির্ভীকভাবে স্বপ্নপূরণে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী। বিভিন্ন রাজ্যে ভ্রমণ, স্থানীয় মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে দেশের বৈচিত্র্যকে আরও গভীরভাবে বোঝার কথাও বলেন তিনি। তরুণদের তামিল ভাষা, কবিতা ও সংস্কৃতিকে দেশের অন্য প্রান্তে তুলে ধরার পাশাপাশি বিভিন্ন পটভূমির মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

দেশের উচ্চশিক্ষার প্রসার সম্পর্কে পরিসংখ্যান তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সালে দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল প্রায় ৭৫০, বর্তমানে তা বেড়ে ১,৩০০-র বেশি হয়েছে। কলেজের সংখ্যা ৩৮ হাজার থেকে বেড়ে ৫২ হাজার ছাড়িয়েছে। পাশাপাশি নতুন আইআইটি, আইআইএম, আইআইআইটি এবং এইমস প্রতিষ্ঠার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। কিউএস র‍্যাঙ্কিংয়ে স্থান পাওয়া ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ২০১৫ সালের ১৪ থেকে

দ্বিতীয় পাতায়



সম্পাদকীয়

রাজনীতি থেকে কর্মক্ষেত্র, সামাজিক জীবন থেকে সংবাদমাধ্যম— প্রতিপক্ষকে ঘিরে মানুষের আগ্রহ চিরকালীন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা মানুষকে সতর্ক করে, নিজের অবস্থান যাচাই করতে শেখায়, দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার তাগিদ দেয়। কিন্তু সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা যখন ক্রমশ শত্রুতায় পরিণত হয়, যখন অন্যের ব্যর্থতাই নিজের সাফল্যের প্রধান শর্ত হয়ে ওঠে, তখন জন্ম নেয় এক বিপজ্জনক প্রবণতা—এনিমি কালচার। এই সংস্কৃতিতে নিজের পরিচয়, বিশ্বাস কিংবা সাফল্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য একজন বাস্তব বা কাল্পনিক শত্রুর প্রয়োজন হয়। প্রতিপক্ষের অস্তিত্ব তখন আর মতভেদের স্বাভাবিক পরিণতি থাকে না; তা হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এনিমি কালচারের কিছু ইতিবাচক দিকও রয়েছে। প্রতিপক্ষ থাকলে কোনও ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা রাজনৈতিক সংগঠন নিজের কাজের প্রতি বেশি মনোযোগী হতে পারে। সমালোচনার আশঙ্কা ভুল সংশোধনে সাহায্য করে, প্রতিযোগিতা কর্মদক্ষতা বাড়ায় এবং বিকল্প মতামত প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়। গণতন্ত্রে বিরোধী দল সরকারের কাজের পর্যালোচনা করে, ক্ষমতার অপব্যবহার সামনে আনে এবং নীতির বিকল্প প্রস্তাব দেয়। ব্যবসায় প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলির উপস্থিতি নতুন প্রযুক্তি, উন্নত পরিষেবা ও কম খরচে পণ্য সরবরাহের পথ খুলতে পারে। এমনকি ব্যক্তিগত জীবনেও সুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা কাউকে আরও আধ্যবসায়ী করে তুলতে পারে।

কিন্তু এই সুফলগুলির জন্য শত্রুতা অপরিহার্য

নয়। প্রয়োজন প্রতিযোগিতা, জবাবদিহি এবং যুক্তিনির্ভর সমালোচনা। সমস্যার সূত্রপাত হয় তখন, যখন প্রতিপক্ষের বক্তব্য যাচাই করার পরিবর্তে তাকে হেয় করা, তার উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ ছড়ানো কিংবা তার পরাজয়কে নিজের সাফল্য বলে বিবেচনা করা শুরু হয়। তখন যুক্তির জায়গা নেয় আবেগ, তথ্যের জায়গা নেয় প্রচার এবং মতভেদের জায়গা দখল করে বিদ্বেষ। প্রতিপক্ষের কোনও বক্তব্য যুক্তিসংগত হলেও তা গ্রহণ করতে অনীহা তৈরি হয়, কারণ স্বীকার করে নেওয়াকে নিজের শিবিরের কাছে পরাজয় হিসেবে দেখা হয়।

সংবাদমাধ্যমের ক্ষেত্রেও এনিমি কালচার বিপজ্জনক। সাংবাদিকতার কাজ ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহি নিশ্চিত করা, নথি যাচাই করা এবং জনস্বার্থে তথ্য তুলে ধরা। কিন্তু সংবাদমাধ্যম যদি কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে স্থায়ী শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে, তাহলে তথ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রেও পক্ষপাত তৈরি হতে পারে। শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দ্রুত প্রচারিত হয়, অথচ সেই অভিযোগের প্রমাণ যাচাই, সংশ্লিষ্ট পক্ষের বক্তব্য নেওয়া এবং ঘটনার বৃহত্তর প্রেক্ষাপট বোঝার প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষিত হয়। এতে সাংবাদিকতার বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমালোচনা তখন অনুসন্ধানের ফল না হয়ে পূর্বনির্ধারিত অবস্থানের সমর্থনে ব্যবহৃত হতে পারে। মতাদর্শের বিরোধিতা করা যায়, কিন্তু বিরোধী মত পোষণকারী মানুষের মৌলিক অধিকার অস্বীকার করা যায় না। কোনও দাবিকে প্রত্যাখ্যান করা যায়, কিন্তু প্রমাণ ছাড়া দাবিদারকে অপরাধী ঘোষণা করা যায় না।

তামিলনাড়ুতে ১৩ হাজার কোটির প্রকল্প ঘোষণা

চেন্নাই: তামিলনাড়ুর পরিকাঠামো, শিল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ১৩ হাজার কোটি টাকারও বেশি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, উদ্বোধন ও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার চেন্নাইয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, এই প্রকল্পগুলি সাধারণ মানুষের যাতায়াত সহজ করবে, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটাবে এবং রাজ্যের যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি করবে। চেন্নাই মেট্রোর আরও একটি অংশের উদ্বোধনের পাশাপাশি উন্নত লুব্রিক্যান্ট বেস অয়েল প্রকল্প এবং একাধিক রেল ও সড়ক প্রকল্পের সূচনা এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। শহরের উন্নয়নে গণপরিবহণের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মানুষের জীবনযাত্রা সহজ করতে কার্যকর ও আধুনিক গণপরিবহণ অপরিহার্য। শুধু রাস্তা চওড়া করে শহরের পরিবহণের চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়; তার জন্য প্রয়োজন সমন্বিত পরিকাঠামো। তাঁর দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৪ সালে দেশের পাঁচটি শহরে মেট্রো পরিষেবা চালু ছিল। বর্তমানে তা বেড়ে ২৫টি শহরে পৌঁছেছে। একই সময়ে মেট্রো রেল নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫০ কিলোমিটার থেকে বেড়ে ১১০০ কিলোমিটারেরও বেশি হয়েছে। চেন্নাই মেট্রোর সম্প্রসারণে শহরবাসীর যাতায়াতের সময় কমবে এবং দৈনন্দিন চলাচল আরও সুবিধাজনক হবে বলে তিনি জানান।

তামিলনাড়ুর উৎপাদন শিল্পের প্রশংসা করে মোদী বলেন, ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ এবং ‘ভোকাল ফর লোকাল’-এর মতো উদ্যোগ রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্প ও কর্মীদের উপকৃত করছে। তাঁর কথায়, তামিলনাড়ুর উৎপাদন ক্ষেত্র, ক্ষুদ্র শিল্প এবং সেখানে কর্মরত প্রতিটি মানুষকে নিয়ে দেশ গর্বিত। যন্ত্রাংশ থেকে চূড়ান্ত পণ্য উৎপাদন পর্যন্ত দেশীয় সরবরাহ শৃঙ্খল শক্তিশালী করার ফলে ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মোবাইল ফোন উৎপাদনকারী দেশে পরিণত হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ২০১৪ সালের পর থেকে দেশের বৈদ্যুতিন পণ্য রফতানি ১১ গুণ এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রফতানি ৫০ গুণ বেড়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য রফতানিও নতুন রেকর্ড গড়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী।

উৎপাদন শিল্পের সম্প্রসারণে লক্ষ লক্ষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে এবং তামিলনাড়ু এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে বলে দাবি করেন তিনি। চেন্নাইয়ে প্রস্তাবিত উন্নত লুব্রিক্যান্ট বেস অয়েল প্রকল্প নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করার পাশাপাশি আমদানি নির্ভরতাও কমাতে সাহায্য করবে বলে তাঁর বক্তব্য। শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সড়ক, রেল ও বন্দর পরিকাঠামোর সম্পর্ক

ব্যখ্যা করে মোদী বলেন, পরিকাঠামো নির্মাণের ফলে ইঞ্জিনিয়ার, প্রযুক্তিবিদ ও শ্রমিকদের কাজের সুযোগ তৈরি হয়। পাশাপাশি সিমেন্ট, ইস্পাত এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী কারখানা ও ছোট ব্যবসায়গুলিও উপকৃত হয়। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি হলে শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ সহজ হয়। অনুষ্ঠানে সূচনা হওয়া রেল ও সড়ক প্রকল্পগুলি তামিলনাড়ুর অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে তিনি জানান।

সামুদ্রিক পরিকাঠামোর প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তুতিকোরিনের ভি. ও. চিদাম্বরনার বন্দরের উন্নয়নে কেন্দ্রের প্রায় ১৭ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের সিদ্ধান্তের কথা তুলে ধরেন। এই বন্দরকে বিশ্বমানের বৃহৎ কনটেনার ও সবুজ শক্তির কেন্দ্রে পরিণত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে অতি বৃহৎ কনটেনারবাহী জাহাজও বন্দরে ভিড়তে পারবে এবং তামিলনাড়ুর শিল্প ও পরিবহণ ক্ষেত্রের আন্তর্জাতিক সংযোগ আরও শক্তিশালী হবে বলে জানান তিনি।

ভারতীয় বন্দরগুলিতে জাহাজের পণ্য ওঠানো-নামানোর জন্য অপেক্ষার সময় সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অর্ধেক হয়েছে বলে দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী। এর ফলে ভারতীয় পণ্য দ্রুত আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছতে পারছে। মৎস্যজীবীদের সহায়তায় প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা-সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। তামিলনাড়ুতে মাছ ধরার বন্দর ও মাছ অবতরণ কেন্দ্রের উন্নয়ন, নীতল সংরক্ষণ ও পরিবহণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা এবং তাজা মাছ পরিবহণের জন্য যানবাহন কেনায় সহায়তা দিতে হাজার হাজার কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে বলে জানান মোদী। চেন্নাই ফিশিং হারবারের আধুনিকীকরণ এবং রাজ্যে সামুদ্রিক শৈবাল পার্ক গড়ে তোলার কাজেও কেন্দ্র সহায়তা করছে। মৎস্যজীবীদের কার্যকরী মূলধনের জোগান সহজ করতে কিশান ক্রেডিট কার্ডের সুবিধার কথাও তুলে ধরেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, দেশে মাছের উৎপাদন দ্রুত বেড়েছে এবং গত বছর পরিমাণ ও আর্থিক মূল্য—উভয় ক্ষেত্রেই সামুদ্রিক খাদ্য রফতানি সর্বাচ্চ স্তরে পৌঁছেছে। এর ফলে মৎস্যজীবী পরিবার ও উপকূলবর্তী জনগোষ্ঠীর জীবিকায় ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে বলে তিনি দাবি করেন। সরকারের প্রধান হিসেবে ২৫ বছর পূর্ণ করার প্রসঙ্গ তুলে মোদী বলেন, ২০০১ সালের অক্টোবরে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর থেকে মানুষের উপর তাঁর আস্থা এবং সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে।

নয়াদিল্লি: রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে জ্বালানি পরিকাঠামোয় হামলা বন্ধে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রবিবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এ তিনি জানান, অবিলম্বে এই যুদ্ধবিরতি কার্যকর হচ্ছে এবং দুই পক্ষ তাতে সম্মত হয়েছে। তবে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি জানিয়েছেন, মার্কিন প্রশাসনের কাছ থেকে চুক্তির বিস্তারিত শর্ত এখনও তাঁদের হাতে আসেনি। ইউক্রেন এই উদ্যোগকে সমর্থন করলেও রাশিয়াকেও একইভাবে হামলা বন্ধ করতে হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। মস্কোর তরফে ট্রাম্পের ঘোষণার বিষয়ে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। গত কয়েক দিন ধরে রাশিয়ার তেল শোধনাগারে ইউক্রেনের হামলা বন্ধ করতে কিয়েভের উপর চাপ বাড়াচ্ছিলেন ট্রাম্প। মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি তাঁর রিপাবলিকান দলের জন্য রাজনৈতিক চাপ তৈরি করেছে। জ্বালানির দাম বৃদ্ধির জন্য ইউক্রেনের হামলাকে দায়ী করে শনিবার জেলেনস্কিকে কড়া ভাষায় আক্রমণও করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তাঁর বক্তব্য ছিল, রাশিয়ার সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছানোর একাধিক সুযোগ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট হাতছাড়া করেছেন। ইউক্রেনে নতুন করে নির্বাচন আয়োজনের পক্ষেও সওয়াল করেন তিনি।

ট্রাম্পের ঘোষণার পর জেলেনস্কি জানান, তিনি ন্যাটোর মহাসচিব মার্ক রুটে, কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি এবং ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার স্টাবের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর কথায়, ইউক্রেন যুদ্ধবিরতিকে সমর্থন করে এবং উত্তেজনা প্রশমনের সব উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। তবে কার্যকর চুক্তির জন্য রাশিয়ার সম্মতি ও বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা প্রয়োজন। জেলেনস্কির দাবি, রাশিয়া ইউক্রেনের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি পরিকাঠামোয় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। এর আগে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জানিয়েছিলেন, রাশিয়া ইউক্রেনের বিদ্যুৎকেন্দ্র ও অন্যান্য জ্বালানি

সাহায্য

প্রথম পাতার বাকি অংশ

নাগরিককে আটক করে ডিআরআইয়ের ম্যাস্‌লুরু আঞ্চলিক ইউনিট। ওই যাত্রীর ট্রলি ব্যাগ তল্লাশি করে তিনটি প্যাকেটে রাখা ৫.৭৫৩ কেজি সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ উদ্ধার হয়। প্রাথমিকভাবে সেটিকে মেথামফেটামিন বা ‘ক্রিস্টাল মেথ’ বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। মাদকদ্রব্য ও মনঃপ্রভাবী পদার্থ আইন, ১৯৮৫ অনুযায়ী পদার্থটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং অভিযুক্তকে গ্রেফতারের পর সংশ্লিষ্ট আদালতের নির্দেশে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। মেথামফেটামিন একটি শক্তিশালী ও অত্যন্ত আসক্তি সৃষ্টিকারী কৃত্রিম উত্তেজক পদার্থ, যা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের উপর প্রভাব ফেলে। এর অপব্যবহারে নির্ভরশীলতা এবং গুরুতর শারীরিক ও মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। ভারতে এই মাদক মাদকদ্রব্য ও মনঃপ্রভাবী পদার্থ আইন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত। ডিআরআইয়ের বিবরণ অনুযায়ী, উদ্ধার হওয়া ৫.৭৫৩ কেজি পদার্থের পরিমাণ মেথামফেটামিনের জন্য নির্ধারিত ৫০ গ্রামের বাণিজ্যিক পরিমাণের সীমার অনেক বেশি। এই পরিমাণের ক্ষেত্রে আইনে ১০ থেকে ২০ বছর পর্যন্ত কঠোর কারাদণ্ড এবং এক থেকে দুই লক্ষ টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। সোনা পাচার ও মাদক পাচারের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা তথ্যনির্ভর অভিযান চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছে ডিআরআই।

যুবসমাজেই আস্থা

প্রথম পাতার বাকি অংশ

সর্বশেষ তালিকায় বেড়ে ৫২ হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, এই সম্প্রসারণের ফলে পড়ুয়াদের সামনে শিক্ষার আরও বেশি সুযোগ তৈরি হয়েছে। ক্রীড়াক্ষেত্রে পেশাগত ভবিষ্যৎ গড়তে ভারত ২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের প্রস্তুতি চালাচ্ছে এবং ২০৩৬ সালের অলিম্পিক আয়োজনের লক্ষ্য নিয়েও এগোচ্ছে বলে জানান তিনি। বক্তব্যের শেষে ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গঠন, বিশ্বের প্রথম তিন অর্থনীতির মধ্যে স্থান অর্জন, অলিম্পিক আয়োজন এবং চাঁদে ভারতীয় নাগরিক পাঠানোর মতো জাতীয় লক্ষ্য পুরণে যুবসমাজকে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। আগামী দিনে ভারতীয় যুবকরা বিশ্ব চালনায় অংশগ্রহণ করবে বলেও আশা ব্যক্ত করেন।

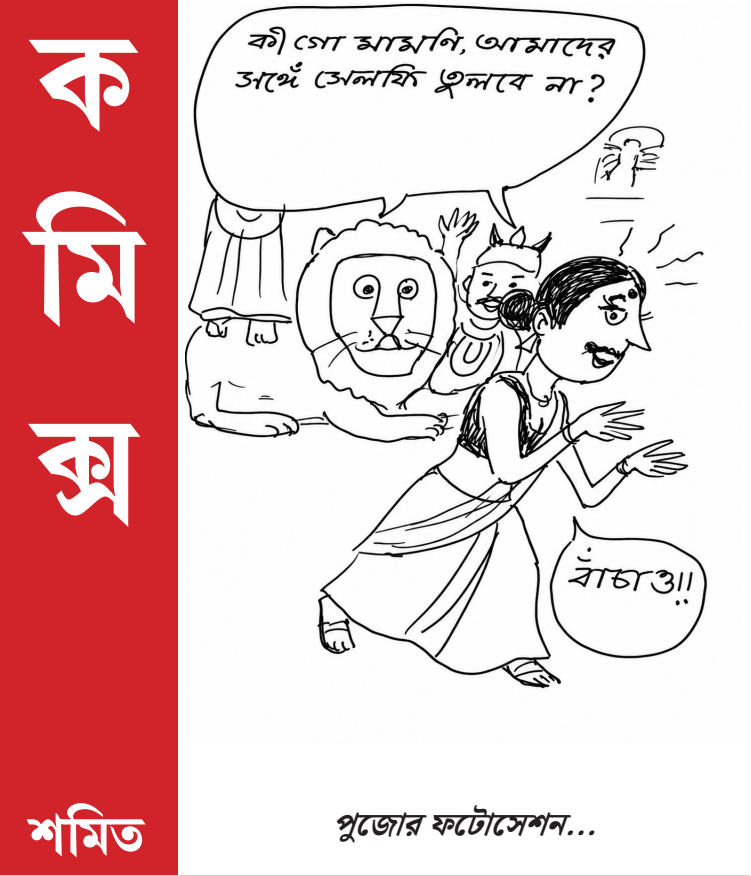
পরিকাঠামোয় হামলা বন্ধ করলে কিয়েভও রুশ জ্বালানি স্থাপনায় আক্রমণ বন্ধ করতে প্রস্তুত। তাঁর বক্তব্য, এই ধরনের যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে হলে দুই পক্ষের জন্যই বাস্তবসম্মত নিশ্চয়তা থাকতে হবে। রবিবার রাতের ভাষণেও তিনি অভিযোগ করেন, রাশিয়ার হামলায় ইউক্রেনের জ্বালানি পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। খারকিভ শহরের একটি যৌথ বিদ্যুৎ ও তাপ উৎপাদন কেন্দ্রে হামলার কথাও জানান তিনি। জেলেনস্কির দাবি, গত এক সপ্তাহে ইউক্রেনের বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকাঠামোয় ২০০-র বেশি হামলা হয়েছে এবং তেল ও গ্যাস স্থাপনায় হামলা হয়েছে ১৭ বার। জ্বালানি যুদ্ধবিরতির পাশাপাশি ইউক্রেনের নির্বাচন নিয়েও ট্রাম্প ও জেলেনস্কির মধ্যে মতপার্থক্য প্রকাশ্যে এসেছে। ২০২২ সালে রাশিয়ার পূর্ণমাত্রার আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর থেকে ইউক্রেনে নির্বাচন স্থগিত রয়েছে। যুদ্ধকালীন সামরিক আইন বলবৎ থাকায় দেশটির আইনে নির্বাচন আয়োজনের উপর বিধিনিষেধ রয়েছে। জেলেনস্কি জানিয়েছেন, রাশিয়া ৬০ দিনের পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হলে তিনি নির্বাচন আয়োজন করতে প্রস্তুত। তাঁর বক্তব্য, ইউক্রেনের নেতা কে হবেন, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার সে দেশের জনগণের। এদিকে রাশিয়ার কাছ থেকে ডিজেল সরবরাহের বিষয়ে ট্রাম্পের ঘোষণাও বিতর্ক তৈরি করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের বর্ণনা অনুযায়ী, রাশিয়া অবিলম্বে মার্কিন ও আন্তর্জাতিক বাজারে ৩ লক্ষ মেট্রিক টনেরও বেশি ডিজেল সরবরাহ করবে, যা প্রায় ২২ লক্ষ ৫০ হাজার ব্যারেল জ্বালানির সমান। তবে বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, এই পরিমাণ সরবরাহের ফলে দীর্ঘমেয়াদে বিশ্ববাজারে জ্বালানির দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমার সম্ভাবনা সীমিত। মার্কিন কংগ্রেসের কয়েক জন সদস্যও এই সমঝোতার সমালোচনা করেছেন। রিপাবলিকান সাংসদ ডন বেকনের বক্তব্য, রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার পরিবর্তে আরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উচিত। ইউক্রেনের

রাজধানী কিয়েভের কয়েক জন বাসিন্দাও ট্রাম্পের নির্বাচন সংক্রান্ত মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, যুদ্ধের মধ্যে নির্বাচন আয়োজন সম্ভব নয় এবং দেশের নেতৃত্ব কে দেবেন, তা নির্ধারণের অধিকার ইউক্রেনের জনগণের। অন্যদিকে, জেলেনস্কি ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন। সোমবার ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকে রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞার চাপ বৃদ্ধি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নে ইউক্রেনের অন্তর্ভুক্তির আলোচনা এগিয়ে নেওয়ার বিষয়টি উঠতে পারে। রবিবারও ইউক্রেনের বিভিন্ন এলাকায় রুশ হামলা অব্যাহত ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে আলোচনার বিস্তারিত শর্ত স্পষ্ট করার অপেক্ষায় রয়েছে কিয়েভ। রবিবার সমাজমাধ্যমে দেওয়া বিবৃতিতে জেলেনস্কি বলেন, জ্বালানি ক্ষেত্রে যুদ্ধবিরতি সুনিশ্চিত হওয়ার বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ঘোষণা সকলের জন্যই ইতিবাচক খবর। তবে এই ঘোষণাকে বাস্তবে কার্যকর করা জরুরি। তাঁর অভিযোগ, সারাদিন ইউক্রেনের আকাশে রুশ ‘শাহেদ’ ড্রোনের উপস্থিতি ছিল। গ্লাইড বোমা দিয়ে হামলার পাশাপাশি ইউক্রেনের জ্বালানি পরিকাঠামোকেও নিশানা করা হয়েছে। সন্ধ্যায় খারকিভের একটি বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলা চালানো হয় বলেও দাবি করেন তিনি। জেলেনস্কির দাবি, গত এক সপ্তাহে ইউক্রেনের বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ পরিকাঠামোয় ২০০-র বেশি হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। একই সময়ে তেল ও গ্যাস স্থাপনাগুলিকে লক্ষ্য করে আরও ১৭টি হামলা হয়েছে। এই আক্রমণগুলিতে ১৫০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং ৭০০-র বেশি মানুষ আহত হয়েছেন বলে দাবি করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট। হতহতদের পরিসংখ্যানের স্বাধীন যাচাই অবশ্য তাঁর বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়নি। রাশিয়ার সঙ্গে সংঘাত প্রশমনের জন্য ইউক্রেন একাধিক প্রস্তাব দিয়েছে বলে দাবি করেন জেলেনস্কি।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রেপ্তার জঙ্গি

কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি)-র শাখা সংগঠনের নেটওয়ার্ক বিস্তার এবং যুবকদের উগ্রপন্থায় দীক্ষিত করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। শনিবার, ১০ অক্টোবর, পশ্চিমবঙ্গ থেকে ওই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর কাছ থেকে মোবাইল ফোন, মেমোরি কার্ড-সহ একাধিক ডিজিটাল যন্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে এনআইএর বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, নিষিদ্ধ জেএমবির শাখা সংগঠন ইমাম মাহমুদের কাফিলা (আইএমকে)-র মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সংগঠনের উগ্রপন্থী মতাদর্শ ছড়িয়ে দেওয়া এবং জঙ্গি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এই মামলায়

গত ২৯ সেপ্টেম্বর অসম, পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলের ১৬টি জায়গায় তল্লাশি চালানোর পর ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় নতুন গ্রেপ্তারি বলে জানিয়েছে এনআইএ। এর আগে, গত ২৫ জুন এই মামলায় ১১ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অসমের গুয়াহাটিতে এনআইএর বিশেষ আদালতে চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছিল। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩ এবং বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন, ১৯৬৭-র বিভিন্ন ধারায় ওই চার্জশিট দেওয়া হয়। তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, গোপন বৈঠক, ধর্মীয় মতাদর্শভিত্তিক প্রচার কর্মসূচি, উগ্রপন্থী সাহিত্য বিতরণ এবং টেলিগ্রামের মতো ডিজিটাল মাধ্যমের অপব্যবহার করে সংগঠনের কার্যকলাপ চালানোর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এর মাধ্যমে ভারতবিরোধী প্রচার ছড়ানো। মামলাটির তদন্ত এখনও চলছে।



পুজোর ফটোসেশন...